এক নজর দেখা !

হারুন রশীদ আজাদ

১৯৮৮র ১৭ই মার্চ । বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতাবঙ্গবন্ধুর ৬৮তম জন্ম দিবস সকাল থেকে ৩২ নং সড়কে বঙ্গবন্ধুভবনে সাধারন মানুষের আগমন শুরু হয়েগেছে বাড়ীর বাইরে সড়কের উপর রাতেই একটি মঞ্চ তৈরীকরা হয়েছে আজ বিকালে সুফিয়া কামাল প্রধানঅতিথি শেখ হাসিনা প্রধানবক্তা ও সভাপতি ।

আমার সপ্নের বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্ম প্রকাশ করবে।তাই আমি গতরাতে তৈরীকরা মঞ্চে উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি ।সকাল থেকে আমি মঞ্চে বেলুন দিয়ে সজাচ্ছিলাম এর মধ্যে উপস্থিত মানুষেরমধ্যে কৌতুহল বাড়ীর কাছাকাছি একটি গাড়ী থামার পর বেড়িয়ে এল একজন চশমা পড়া ভদ্রলোক কেউ কেউ বলছেন নেত্রীর হাজব্যান্ড কেউ বললেন ডঃ ওয়াজেদ আনবিক শক্তি কমিশনের পক্ষথেকে একটি ফুলের ডালি হাতে এগিয়ে যাচ্ছেন বাড়ীর ভেতরে দেয়ালে ঝুলানো একটি ছবির পাশে ।

এরপর চেয়ারে উঠে ডালিটি জাতিরজনকের ছবিতে ঝুলানোর চেষ্টাকরছেন হল রুমে দাড়ানোদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল স্যার একটু নাহয় অপেক্ষা করুন আওয়ামিলীগের মিছিল আসছে একসাথে নাহয় দিবেন আমাদের সাথে ডঃ ওয়াজেদ সাহেব বললেন কেন ! আমি সরকারি কর্মকর্তা তাই সরকারের আনবিক শক্তিকমিশনের পক্ষ থেকে আমি দিচ্ছি, আপনারা আপনাদের দলীয় পক্ষথেকে দেবেন ।

অত্যান্ত স্পষ্টবাদি কোমল হৃদয়ের সেই মানুষটি যে দেশের কি মুল্যবান সম্পদছিলেন দেশমনেহয় কখনো তাকে মুল্যায়ন করতেপারেনি কিংবা করেনি !তখন হলরুমে আমার সাথে দাড়ানো ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইসচ্যান্সলর ডঃ এমাজউদ্দিন আহমদ বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে নির্ধারিত সময়ের আগেই তিনি পৌছেছিলেন মঞ্চে । তিনিও অবাক হয়ে সেদিন চেয়ে দেখেছিলেন জাতির জনকের জামাতা দেশের বিশিষ্ট পরমানু বিজ্ঞানী ডঃ ওয়াজেদকে ।সেদিন তার মুখে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তি গত ও পারিবারিক অজানা অনেক কথাই বলতে শুনেছি ।অত্যান্ত সহজ সরল মনের মানুষটি অনেক কথা বলেছিলেন অল্প সময়ের উপস্থিতিতে ।

আমার মনে হয়েছে তিনি প্রধানমন্ত্রীর স্বামী পরিচিতির চেয়ে বঙ্গবন্ধুর জামাতা পরিচিতিকে বেশী গুরুত্ব দিতেন ।তবে তার অতিত থেকে জানা যায় কোন উচ্চাভিলাশ তাকে কখনো স্পর্সকরতেপারেনি ।তত্বাবধায়ক সরকার যখন দুর্নীতির মাতা খালেদাজিয়াকে গ্রেপ্তারনাকরে বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে তারই সামনে থেকে গ্রেপ্তারকরে নিয়ে গিয়েছিল হয়তো নির্মলমনের মানুষটি চোখের সামনেইসেদিন ১৫ই আগষ্টের বিভিষিকাময় হত্যার অতিত স্মৃতি স্মরনকরেই চেয়ার থেকে পরে গিয়েছিলেন আর সেই আঘাতে বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারি পরমানুবিজ্ঞানী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া প্রয়ান পথে শায়িত জীবন থেকে আর ফিরতে পারলেননা ।
দেশ রাষ্ট্র যা জানেনি জনগণ মনেহয় তারচেয়ে অনেকবেশী জানত দেশের এই কৃতি সন্তানের জ্ঞানভান্ডারের কথা ,তানাহলে লক্ষ লক্ষ জনতার আহাজারি আর জানাজার কাফেলাতে এদৃশ্য ও সংবাদ হল কি করে ? তবেকি ভাবতে হবে সেইকথাটি আসলেওসত্য ‘‘দাঁত থাকতে বাঙ্গালী দাঁতে মর্যদা বুঝেনা ’’।তবে শুনে ভাললেগেছে ১৫বছর সময়ে কষ্টার্জিত অর্থে সুদাসদন তৈরীহয়েছিল ।

সিডনীতে শোকের ছায়া

১০ই মে বঙ্গবন্ধুপরিষদ তথা বঙ্গবন্ধু সোসাইটি অষ্ট্রেলিয়া এর সভাপতি ডঃ নিজাম উদ্দিন আহমেদের বাসায় তার সভাপতিত্বে একজরুরী শোক সভার আয়োজন করাহয় । উক্ত সভায় মরহুমের আত্মার শান্তি , পরজীবনের মঙ্গল কামনাকরে মহান সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে দোয়া কালেমা পাঠ ও প্রার্থনা করাহয় । এ ছাড়া দেশের গর্বিত এই কৃতি সন্তান প্রয়াত বিজ্ঞানীর বরণ্য গবেষনা দেশপ্রেম সততা সহ জীবন বিরল অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করাহয়, আলোচনায় অংশনেন মোঃ , ডঃ খায়রুলচৌধুরী , ডাঃ লাভলী রহমান ,মোঃ ওসমানগণি ,হারুন রশীদ আজাদ , ডাঃ নুরুর রহমান খোকন , রফিক উদ্দিন মোস্তাক মেরাজ,আলনোমান শামীম , সহ আরও অনেকে ।
ডঃ সামস রহমান ও সদস্য সচীব আনিসুর রহমান রিতুর আহবানে গত সোমবার ১১ই মে আওয়ামিলীগ অষ্ট্রেলিয়া ও শোকসভার আয়োজন করেছিল সিডনীর লাকেম্বাস্থ একটি রেস্তোরায় । সভার প্রথমেই মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া প্রাথনা করাহয় ।অনন্য মেধাশক্তির অধিকারি দেশের শেষ্ট্র পরমানু বিজ্ঞানীর শিক্ষা ছাত্র রাজনীতি, গবেষনা , চাকুরিজীবন ,ও তার জীবনের বিভিন্ন বিরল ঘটনা তুলে ধরাহয় । আলোচনায় আওয়ামীলীগ , ছাত্রলীগ,যুবলীগ বঙ্গবন্ধুপরিষদ মুক্তিমুদ্ধাসংসদ এর শীর্ষকম কর্ত্তাগণ অংশনেন এছাড়া বিপুল সমাগম ছিল শোক সভায় ।